মঞ্জুরী নং- ৩৫

৪১- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

মধ্যমেয়াদি ব্যয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	বাজেট ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ ২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	270,20,00	71,98,62	76,63,27
উন্নয়ন	103,27,00	83,01,38	99,36,73
মোট	373,47,00	155,00,00	176,00,00

১. মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি

১.১ মিশন স্টেটমেন্ট

গবেষণা ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বস্ত্র, রেশম ও পাট শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা এ খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদাপূরণ ও রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ।

১.২ প্রধান কার্যাবলি

(ক) বস্ত্র, রেশম ও পাট খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন;

(খ) বস্ত্র, রেশম ও পাটজাত পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও প্রত্যয়ন;

(গ) রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্র, রেশম ও পাটকল এবং অধুনালুপ্ত বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন (বি.জে.সি.) এর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ;

(ঙ) পাট ও পাটজাত পণ্য, রেশম ও বস্ত্র খাতের আওতায় উৎপাদিত পণ্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারজাতকরণ এবং রপ্তানী বিষয়ক সমন্বয় সাধন;

(চ) বস্ত্র, রেশম ও পাট খাতের উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বৈদেশিক নাগরিকদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে দায়িত্ব পালন;

(ছ) বস্ত্র, রেশম ও পাট খাতের বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

(জ) বস্ত্র, রেশম ও পাট শিল্পের জন্য দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ।

২. মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
১. বস্ত্র, রেশম ও পাটজাত পণ্যের দেশীয় চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি	• বস্ত্র, রেশম, পাট ও পাটজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ ও মানোন্নয়নের জন্য গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ	• ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর টেক্সটাইল ট্রেনিং রিসার্চ এন্ড ডিজাইন (নিট্রেড) • বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বি.এস.আর.টি.আই.)
	• পাটজাত দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ	• পাট অধিদপ্তর
	• আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ	• বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
	• তুঁত গাছ ও রেশম গুটি চাষ সম্প্রসারণ	• বাংলাদেশ রেশম বোর্ড • বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
	• বিদ্যমান পাটকলসমূহের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	• বি.জে.এম.সি.
২. বস্ত্র ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে ক্ষুদ্র ও মধ্যম শ্রেণীর বিশেষত নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	• প্রশিক্ষণ প্রদান	• বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড • বাংলাদেশ রেশম বোর্ড
	• উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান	• বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
	• ঋণ প্রদান/ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান	• বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
৩. গ্রামীণ অকৃষি খাতের উন্নয়ন	• তাঁতজাত বস্ত্র উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপকরণের সরবরাহ বৃদ্ধি ও সহজলভ্যকরণ	• বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
৪. বস্ত্র খাতে কারিগরি জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	• রেশম চাষ বিষয়ক গবেষণা	• বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
	• বস্ত্র ও রেশম সংক্রান্ত দক্ষ জনবল তৈরি	• বস্ত্র দপ্তর • নিট্রেড
৫. পরিবেশ বান্ধব তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	• পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ	• পাট অধিদপ্তর • বি.জে.এম.সি.
	• রেশম বস্ত্র ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ	• বাংলাদেশ রেশম বোর্ড • বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

৩. দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

৩.১ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের উপর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব

৩.১.১ **দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ** সুতা, বস্ত্র, রেশম ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ বস্ত্র, রেশম ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধি পেলে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ও তাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ঘটবে।

৩.১.২ বস্ত্র ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে ক্ষুদ্র ও মধ্যম শ্রেণীর বিশেষত নারী উদ্যোক্তাদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি দ্বারা ক্ষুদ্র ও মধ্যম শ্রেণীর এবং নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের দ্বারা এ আর্থিক সক্ষমতাকে আরো দক্ষভাবে ব্যবহার করে আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ ও প্রশিক্ষণের দ্বারা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণের ফলে সমাজে তাদের সামগ্রিক অবস্থান উন্নত হবে। একই সঙ্গে এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্য নারীরাও ক্ষমতায়নের পথে অগ্রসর হবে।

৩.১.৩ গ্রামীণ অকৃষি খাতের উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ তাঁতজাত বস্ত্র, রেশম ও পাটজাত বহুমুখী সামগ্রী উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ তাঁতজাত বস্ত্র, রেশম ও পাটজাত বহুমুখী সামগ্রী উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রামিণ নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ।

৩.১.৪ বস্ত্র খাতে কারিগরি জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ বস্ত্র, রেশম ও পাট খাত সংক্রান্ত কারিগরি প্রশিক্ষণের দ্বারা এই খাতে সংশিষ্ট সকলের (উদ্যোক্তা, উৎপাদক, কর্মী ও বিপণন কাজে নিয়োজিতগণ) দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যা তাদের দারিদ্র্য নিরসনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে ।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ বস্ত্র, রেশম ও পাট খাত সংক্রান্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের দ্বারা বিশেষত নারী উদ্যোক্তা ও কর্মীগণ অধিকতর দক্ষভাবে উৎপাদন ও বিপণনে সক্ষম হবেন। ফলে নারীর ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের ক্ষমতায়ন ঘটবে।

৩.১.৫ পরিবেশ বান্ধব তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই।

৩.২ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বরাদ্দ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ ২০১২-১৩
দারিদ্র্য নিরসন	৭৪,১৬,৪৮	৩২,৫১,৫২	৩৬,৯৯,৩৭
নারী উন্নয়ন	২৮,২২,০২	১১,৬১,৩৭	১৩,১১,৪৫

৪. অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. **বস্ত্র, রেশম ও পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও বিপণন এবং প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণঃ** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বস্ত্র খাত উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ খাত বৃহত্তর শ্রমঘন খাত হিসেবে বিবেচিত। এ খাতের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৭৮% বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঐতিহ্যবাহী	• বস্ত্র, রেশম ও পাটজাত পণ্যের দেশীয় চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি • বস্ত্র ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
রেশম শিল্পের সাথে জড়িত। বাংলাদেশের "সোনালী আঁশ" হিসেবে পরিচিত পাটের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য পাট ও পাট পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও বিপণন অত্যাবশ্যক বিধায় এ কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	ক্ষুদ্র ও মধ্যম শ্রেণীর বিশেষত নারী উদ্যেভক্তাদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি • গ্রামীণ অকৃষি খাতের উন্নয়ন
২. **প্রশিক্ষণঃ** বস্ত্র, রেশম, পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এর বিদ্যমান অবস্থান ধরে রাখা ও বাজার সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। উৎপাদন ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। তাই এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• বস্ত্র খাতে কারিগরি জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
৩. **পাট পণ্যের বহুমূখীকরণঃ** কৃত্রিম তন্তুর ব্যাপক প্রসারের ফলে "সোনালী আঁশ" হিসেবে পরিচিত পাটের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। পাটের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য পাট পণ্যের বহুমূখীকরণ অত্যাবশ্যক। পাট পণ্য পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় ব্যবহার বহুমূখী করার মাধ্যমে এর ব্যাপক প্রচলন নিশ্চিত করা গেলে তা পরিবেশ উন্নয়নেও সহায়ক হবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• বস্ত্র , রেশম ও পাটজাত পণ্যের দেশীয় চাহিদা পূরণও রপ্তানী বৃদ্ধি • পরিবেশবান্ধব তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key performance indicator)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
						২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. দেশজ খাতে বস্ত্র উৎপাদনের হার (দেশের চাহিদার বিপরীতে)	১,৩	শতকরা হার	৫০	৫৯	৫৯	৬০	৬৩	৬৫
২. রপ্তানির ক্ষেত্রে পাট ও পাটজাত পণ্যের প্রবৃদ্ধি	১	শতকরা হার	-১৩	৫	২৫	১০	১২	১৫
৩. রেশম সুতা উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি	৩,৫	শতকরা হার	২০	৪২	৪২.৫	১১.৫	১৯	১৬

৫. অধিদপ্তর/সংস্থার সাম্প্রতিক অর্জন, প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং ফলাফল

৫.১ বস্ত্র দপ্তর

৫.১.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** ৬টি টেক্সটাইল ইন্‌স্টিটিউটকে আধুনিকীকরণ, ৩টি টেক্সটাইল ইন্‌স্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ, ১টি নতুন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন এবং ১০ টি নতুন টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া টাংগাইল টেক্সটাইল ইন্‌স্টিটিউটে ফ্যাশান ও জুট টেকনোলজী কোর্স চালু করা হয়েছে। ৪ টি বিএসসি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ২৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। ১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্‌স্টিটিউটে প্রতি বছর ৯০ জন করে ৯০০ জন ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার মান ও ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গতিশীলতা আনার জন্য শিক্ষকদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং টেক্সটাইল কলেজ, ঢাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সার্ভে প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী ১০ বছরে দেশের শিল্প কারখানার বিভিন্ন লেভেলের কতজন টেক্সটাইল প্রযুক্তিবিদ প্রয়োজন হবে তা নিরূপন করা হয়েছে। বস্ত্র দপ্তরের পরিদর্শন ও পরীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ৪টি বিভাগীয় বস্ত্র দপ্তর ও ২ টি জেলা বস্ত্র দপ্তর হতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.১.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	কৌশলগত উদ্দেশ্য
১। বস্ত্র ও রেশম খাতে দক্ষ জনবল তৈরি	• এস.এস.সি টেক্সটাইল ভোকেশনাল কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বার্ষিক ৩,৬০০ জনে উন্নীত করা • ডিপ্লোমা-ইন টেক্সটাইল ইঞ্জনিয়ারিং কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বার্ষিক ৪০০ জন হতে ৫২৮ জনে উন্নীত করা • বি.এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বার্ষিক ২৫০ জন হতে ৪৫০ জনে উন্নীত করা • টাংগাইল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে জুট টেকনোলজী কোর্সে বার্ষিক ৫০ জন দক্ষ জনবল তৈরী করা • ডিপ্লোমা ইন ফ্যাশন ডিজাইন কোর্স প্রবর্তন এবং বার্ষিক ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা	৪

৫.১.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. এস.এস.সি টেক্সটাইল ভোকেশনাল কোর্স	জন	২,০০৩	২,৮০০	২,৮০০	৩,৬০০	৩,৬০০	৩,৬০০
২. ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স	জন	৪০০	৫২৮	৫২৮	৫২৮	৫২৮	৫২৮
৩. বি.এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স	জন	২৫০	২৫০	২৫০	৪৫০	৪৫০	৪৫০
৪. ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি কোর্স	জন	-	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
৫. ডিপ্লোমা ইন ফ্যাশন ডিজাইন কোর্স	জন	-	-	-	৫০	৫০	৫০

৫.১.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০৯-১০	সংশোধিত ২০০৯-১০	প্রাক্কলন ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ	
				২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	১৪,০০,৪১	১৫,০৫,০১	১৮,০৭,৯৩	১৮,৮১,২১	১৯,৪৯,১৬
উন্নয়ন	২৭,৯৯,০০	২৭,২৮,০০	৫৩,০০,০০	৬১,৭৬,৪৮	৬৫,২৪,৩৫
মোট	৪১,৯৯,৪১	৪২,৩৩,০১	৭১,০৭,৯৩	৮০,৫৭,৬৯	৮৪,৭৩,৫১

৫.১.৫ অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট (অনুন্নয়ন)	১
১. বস্ত্র পরিদপ্তর (প্রধান কার্যালয়, ৪টি বিভাগীয় কার্যালয়, ২টি জেলা কার্যালয়)	১
২. টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ	১
৩. ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয় (বর্তমানে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্‌স্টিটিউট)	১
অনুমোদিত প্রকল্প	
১. ১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন	১
২. পাবনা টেক্সটাইল ইন্‌স্টিটিউটকে পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উন্নীতকরণ	১
৩. জোরারগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্‌স্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উন্নীতকরণ	১
৪. বাংলাদেশ ইন্‌স্টিটিউট অব টেক্সটাইল টেকনোলজী (বি.আই.টি.টি.)	১
অনুমোদিত (রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি)	
১. টাংগাইল টেক্সাটাইল ইন্‌স্টিটিউটে ডিপ্লোমা-ইন-জুট- টেকনোলজী কোর্স প্রবর্তন	১
২. ৬টি টেক্সটাইল ইন্‌স্টিটিউটে ২য় শিফটের মাধ্যমে ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স বাস্তবায়ন	১
অননুমোদিত প্রকল্প	
১. বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্‌স্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উন্নীতকরণ	১
২. দিনাজপুর টেক্সটাইল ইন্‌স্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উন্নীতকরণ	১
৩. বরিশাল টেক্সটাইল ইন্‌স্টিটিউটকে আব্দুর রব সেরনিয়াত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উন্নীতকরণ	১
৪. ৪ টি টেক্সটাইল ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন	১
৫. ট্রেনিং এন্ড ইনফেকচারাল ডেভেলপমেন্ট অব টেক্সটাইল ইন্‌স্টিটিউট এন্ড সোসিও ইকনোমিক ডেভলোপমেন্ট অব আনডেভলোপমেন্ট ১২ ডিস্ট্রিক্ট	১
৬. ইনহেন্সমেন্ট দি কোয়ালিটি অব টেক্সটাইল এডুকেশন থ্রো হায়ার এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং	১
৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্‌স্টিটিউটসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং এইচ এস এস সি টেক্সটাইল ভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তন	১
৮. ১৫টি টেক্সাটাইল ভোকেশনাল ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন	১
সম্ভাব্য প্রকল্প	
১. এইচ.এস.সি টেক্সটাইল কোর্স প্রবর্তন	১
২. টেক্সটাইল ডিজাইন ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন	১
৩. টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি স্থাপন	১
৪. টেক্সটাইল ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন	১
৫. স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাকুরী বাজারের চাহিদা নিরূপণের জন্য সমীক্ষা	১

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
৬. বেসিক ট্রেড কোর্সের (স্বল্প মেয়াদী) মাধ্যমে বেকার যুব সমাজকে কারিগরী ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ দান	১
৭. গার্মেন্টস্ পল্লি স্থাপন	১
৮. বস্ত্রপণ্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন	১
৯. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন	১

৫.২ পাট অধিদপ্তর

৫.২.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ বিগত ৩ অর্থবছরে মোট ১৩.৭০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। অধিদপ্তর এ সময়ে পাট পণ্যের মাণ পরিদর্শন করে ২,৬৭২ টি পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ৩টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষণের মাধ্যমে ৬,০৫৬টি পরীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলের মাধ্যমে পাট পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে সহায়তা করে রপ্তানী আয় বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। পাট অধিদপ্তর এ সময়ে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ৩৫টি জেলার ১০০টি উপজেলায় নির্বাচিত ৬০,০০০ চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিনামূল্যে সার, বীজ ও কীটনাশক প্রদান করেছে। এছাড়াও পাটচাষী ও পাটজাত পণ্য ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছে।

৫.২.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. পাটজাত দ্রব্যের মাণনিয়ন্ত্রণ	• পাটজাত পণ্যের মান পরিদর্শন সংখ্যা বার্ষিক ১,০০০-এ উন্নীত করা • পাটজাত পণ্যের মান পরীক্ষণ সংখ্যা বার্ষিক ২,৩৪০-এ উন্নীত করা	১
২. পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ	• বৈদেশিক বাণিজ্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারের নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনে পাট সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ, সংকলন ও সরবরাহ করা	৫

৫.২.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. পাটজাত পণ্যের মান পরিদর্শন	মিলের সংখ্যা	৭৭২	৮০০	৮৫০	৮৭০	৯৩৫	১,০০০
২. পাটজাত পণ্যের গুনগতমান পরীক্ষা	নমুনা সংখ্যা	২,০১৬	২,০৫০	২,০৭৫	২,১৫০	২,২৬০	২,৩৪০
৩. প্রশিক্ষণ (চাষী)	জন	৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০	৬,০০০	৭,০০০

৫.২.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০৯-১০	সংশোধিত ২০০৯-১০	প্রাক্কলন ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ	
				২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	৬,২৭,০৩	৬,৭৫,৩৬	৭,৪৪,০২	৭,১১,৮২	৭,৩৭,৭৮
উন্নয়ন	০	০	০	০	০
মোট	৬,২৭,০৩	৬,৭৫,৩৬	৭,৪৪,০২	৭,১১,৮২	৭,৩৭,৭৮

৫.২.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট (অনুন্নয়ন)	
১। পাট অধিপ্তর	১, ২
অনুমোদিত কর্মসূচি	
১. সমন্বিত উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন কর্মসূচি	১

৫.৩ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

৫.৩.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন "সিলেটের মনিপুরী তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নক্সা উন্নয়ন, তাঁত বস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ২০০ জন মনিপুরী তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন "রংপুরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেসিক সেন্টার ও প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্হাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৮০ জন তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাতাঁবোর পরিচালনাধীন বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট, নরসিংদী কেন্দ্র থেকে ২০০ জন তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া নরসিংদীস্থ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থেকে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে ২ বছর মেয়াদি এইচ.এস.সি সমমানের টেক্সটাইল (ভোকেশনাল) কোর্স চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা এবং তাঁত প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট নরসিংদী কেন্দ্রে এ পর্যন্ত ৫,৩০১ জন এবং পাবনার বেড়া প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রে ৩,০৭৩ জন মোট ৮,৩৭৪ জন তাঁতীকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাঁতীরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নতমানের তাঁত বস্ত্র উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে এবং অনেক তাঁতীর আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ঋণ প্রদান কর্মসূচির আওতায় নভেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত ৩৫,৪১৫ জন তাঁতীকে ৪২,৯৪৫টি তাঁতের বিপরীতে ৪৮.৪৮ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

৫.৩.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল ও উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. ঋণ প্রদান/ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান	• ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে বিনিয়োগ ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা	২
২. প্রশিক্ষণ প্রদান	• প্রতি বছর গড়ে ৫২৬ জন তাঁতীকে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান	২
৩. উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান	• প্রতিবছর ৬টি তাঁতবস্ত্র মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা	২
৪. তাঁতজাত বস্ত্র উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপকরণের সরবরাহ বৃদ্ধি ও সহজলভ্যকরণ	• ৪টি টি.এফ.সি. ১টি এস.এফ.সি. ও ১টি সি.পি.সি. কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীন প্রান্তিক তাঁতীদেরকে উপকরণ সরবরাহ ও সেবা প্রদান	৩

৫.৩.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশিকা এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. প্রশিক্ষণ	জন	৩০৭	১,১২০	৮৮০	৭০০	৪৪০	৪৪০
২. ক্ষুদ্রঋণ	জন	৪৩৪	৫০০	৫০০	৮০০	৯০০	৯৫০

৫.৩.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০৯-১০	সংশোধিত ২০০৯-১০	প্রাক্কলন ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ	
				২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	৮,৬৪,৫৮	১০,৫৯,১১	১১,৫১,০০	১৩,৩৮,৬৭	১৫,৯১,৯২
উন্নয়ন	০	৪,২৬,০০	২৭,০২,০০	১৪,৯৩,০০	২৮,৮২,০০
মোট	৮,৬৪,৫৮	১৪,৮৫,১১	৩৮,৫৩,০০	২৮,৩১,৬৭	৪৪,৭৩,৯২

৫.৩.৫ অপারেশন ইউনিট/প্রকল্প/কর্মসূচির তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ	
১. সিলেটের মনিপুরী তাঁতশিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ,নক্সা উন্নয়ন, তাঁতবস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন	২, ৩
২. রংপুরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেসিক সেন্টার এবং প্রদর্শনী কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন	২,৩
অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ	
১. বেনারসী পল্লী (সংশোধিত) মিরপুর	৪
২. তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং বেসিক সেন্টার স্থাপন	২, ৪
৩. বিদ্যমান বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের আধুনিকীকরণ, মাধবদী, নরসিংদী	৪

৫.৪ বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বি.জে.এম.সি.)

৫.৪.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ বালাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের আওতাধীন পাটকলসমূহের বিগত ৩ বছরের উৎপাদন ৮২,০৪৪ থেকে ১,০৭,৮৮৯ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার বৃদ্ধির পরিমাণ ২৫,৮৪৫ মেট্রিক টন বা ৩১.৫%। এ সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ ৭৪,২৩২ থেকে ৮৯,৩৯২ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে, যার বৃদ্ধির পরিমাণ ১৫,১৬০ মেট্রিক টন বা ২০.৪%। তাঁত সংখ্যা বিগত ৩ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৩৮৮ থেকে ৪,৮৯১টিতে উন্নীত হয়েছে, অর্থাৎ তাঁত সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০৩টি বা ১১.৫%।

৫.৪.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ	• প্রতিবছর ১টি অভ্যন্তরীণ ও ৬টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ	১

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
২. বিদ্যমান পাটকলসমূহের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	• বন্ধকৃত ৩টি জুট মিল চালু করা এবং চালু মিলসমূহের তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি	১
৩. পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ	• পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রতিবছর র‍্যালী আয়োজন	৫

৫.৪.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশিকা এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. চালু তাঁত	সংখ্যা	৪,৮৯১	৫,৫৪৯	৭,৩২০	৮,০০০	৮,৫০০	৮,৯০০
২. মোট উৎপাদন	হাজার মে.টন	১০৪	১৯৮	১৫৮	২০৭	২১৯	২২৯
৩. বৈদেশিক বিক্রয়	হাজার মে.টন	৯০	১৯১	১১০	১৫৮	২১১	২২১
৪. স্থানীয় বিক্রয়	হাজার মে.টন	১৯	১০০	১৫	৩২	৩৫	৩৭

৫.৪.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০৯-১০	সংশোধিত ২০০৯-১০	প্রাক্কলন ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ	
				২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	০	৮০,০০,০০	০	০	০
উন্নয়ন	০	০	০	০	০
মোট	০	৮০,০০,০০	০	০	০

৫.৪.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট	
১। বি.জে.এম.সি.	১-৩

৫.৫ বাংলাদেশ রেশম বোর্ড

৫.৫.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ রেশম কার্যক্রম একটি কৃষিভিত্তিক শিল্প। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও মহিলাদের ক্ষমতায়নে এ শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ রেশম বোর্ড বিগত ৩ বছরে ২১ লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ করেছে। এ সময়ে ৪.৫ লক্ষ কিলোগ্রাম রেশম গুটি এবং ০.৩৫ লক্ষ কিলোগ্রাম বীজগুটি উৎপাদন করেছে। এছাড়াও ১২ লক্ষ রোগ মুক্ত ডিম নিজস্ব বীজাগারে উৎপাদন করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বোর্ডের আওতায় ১০টি মিনিফিলেচার কেন্দ্রের মাধ্যমে ২,৫০০ কিলোগ্রাম রেশম সূতা উৎপাদন

করা হয়েছে। বোর্ডের মাধ্যমে ২,৩০০ জন কৃষককে রেশম চাষ বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৫.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. তুঁতগাছ ও রেশমগুটি চাষ সম্প্রসারণ	• রেশম গুটি উৎপাদন বার্ষিক ১.৫০ লক্ষ কি. গ্রা. হতে ৩.৫০ লক্ষ কি. গ্রা. এ উন্নীত করা • রেশম বীজগুটি উৎপাদন বার্ষিক ০.১০ লক্ষ কি. গ্রা. হতে ০.১৫ লক্ষ কি. গ্রা. এ উন্নীত করা • রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন বার্ষিক ৪.০ লক্ষ হতে ৭.৫ লক্ষে উন্নীত করা • রেশম বোর্ডের মিনিফিলেচার কেন্দ্রের রেশম সূতা উৎপাদন বার্ষিক ৮০০ কেজি হতে ১,৫০০ কেজিতে উন্নীত করা	১
২. প্রশিক্ষণ প্রদান	• বার্ষিক কৃষক প্রশিক্ষণের সংখ্যা ৭১০ জন হতে ১,০০০ জনে উন্নীত করা	২

৫.৫.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশিকা এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১। তুঁতচারা উৎপাদন	সংখ্যা (লক্ষ)	৮.০০	৮.৫০	৮.৫০	৮.৫০	৯.০০	৯.০০
২। রেশম গুটি উৎপাদন	লক্ষ কি.গ্রা.	১.৫৭	২.২৫	২.২৫	২.৫০	৩.০০	৩.৫০
৩। রেশম বীজগুটি উৎপাদন	লক্ষ কি.গ্রা.	০.১০	০.১১৫	০.১১৫	০.১৩৫	০.১৫	০.১৫৫
৪। রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.৯০	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৭.০০	৭.৫০
৫। মিনিফিলেচার কেন্দ্রে রেশমসুতা উৎপাদন	কি. গ্রা.	৭৫১	১,০০০	১,০০০	১,২০০	১,৫০০	১,৫০০

৫.৫.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০৯-১০	সংশোধিত ২০০৯-১০	প্রাক্কলন ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ	
				২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	৯,১২,৮৪	১০,৩৯,৬৭	১১,৮৯,০০	১৩,৫০,৪৬	১৪,৩৩,১৯
উন্নয়ন	১৬,২৫,০০	১২,০১,০০	১৩,২৫,০০	৬,৩১,৯০	৫,৩০,৩৮
মোট	২৫,৩৭,৮৪	২২,৪০,৬৭	২৫,১৪,০০	১৯,৮২,৩৬	১৯,৬৩,৫৭

৫.৫.৫ অপারেশন ইউনিট/প্রকল্প/কর্মসূচির তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ	
১. রেশম চাষ ও শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১, ২
২. পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে রেশম চাষ সম্প্রসারণ	১
৩. বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী খাতে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	১, ২

৫.৬ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট, রাজশাহী

৫.৬.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট ৫টি গবেষণা শাখা ওবং ১টি প্রশিক্ষণ উইং এর মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর নিয়ন্ত্রনাধীনে রাঙ্গামাটি জেলার চন্দ্রঘোনায় একটি আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র এবং পঞ্চগড় জেলার সাকোয়ায় একটি জার্মপ্লাজম মেইনটেন্যান্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিগত ৩ বছরে ৫০ জনকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ এবং ১,২০০ জন রেশম চাষীকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ সময়ে ১৫,০০০ উচ্চফলনশীল জাতের তুঁতচারা উৎপাদন ও সরবরাহ, ৪৫,০০০ কেজি উচ্চফলনশীল জাতের তুঁতকাঠি সরবরাহ, ১৮,০০০ রোগমুক্ত উচ্চফলনশীল জাতের রেশম কীটের ডিম উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়েছে। রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ৪৮ টি গবেষণামূলক কাজ চলমান আছে।

৫.৬.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. বস্ত্র, রেশম ও পাটজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ ও মানোন্নয়নের জন্য গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ	• উন্নত রিলিং মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি কেজি সূতা উৎপাদনে ১৮-২০ কেজি গুটির পরিবর্তে ১০-১২ কেজি গুটির ব্যবহার	১
২. তুঁতগাছ ও রেশমগুটি চাষ সম্প্রসারণ	• উচ্চ ফলনশীল তুঁতজাত ৯টি হতে ১২ টিতে উন্নীত করা • উচ্চ ফলনশীল জাতের তুঁতকাঠি সরবরাহ বার্ষিক ১৬,০০০ কে. জি. হতে ৩০,০০০ কেজিতে উন্নীত করা • উচ্চ ফলনশীল জাতের তুঁতচারা উৎপাদন ও সরবরাহ বার্ষিক ৫,০০০ হতে ২২,০০০-এ উন্নীত করা • রেশমচাষী প্রশিক্ষণের সংখ্যা বার্ষিক ৩৮৫ হতে ২,৫৪০-এ উন্নীত করা	১
৩. রেশম চাষ বিষয়ক গবেষণা	• প্রতি ১০০টি রোগমুক্ত ডিমে রেশমগুটির ফলন ২০-২৫ কে.জি.র স্থলে ৬০-৭০ কে.জি.তে উন্নীত করা • বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ০৮টি উচ্চ ফলনশীল জাতের রেশম কীটের জাত বৃদ্ধি করা	৪

৫.৬.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশিকা এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১। উচ্চফলনশীল রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন	সংখ্যা	২	৩	৩	৩	৩	২
২। উচ্চফলনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবন	সংখ্যা	১	১	১	২	২	২
৩। দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ	জন	১৭	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০
৪। স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ	জন	১১২	৩৮৫	৩৮৫	২,৫৪০	২,২১৫	২,৫৪০

৫.৬.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০৯-১০	সংশোধিত ২০০৯-১০	প্রাক্কলন ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ	
				২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	১,৯৫,৪০	২,৪১,৮৬	২,৬৬,১৬	২,৬৫,০০	২,৪৫,২৭
উন্নয়ন	০	০	০	০	০
মোট	১,৯৫,৪০	২,৪১,৮৬	২,৬৬,১৬	২,৬৫,০০	২,৪৫,২৭

৫.৬.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অনুমোদিত প্রকল্প	
১. প্রজেক্ট অন সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড টেকনোলজী ডিসেমিনেশন ইন হিলি ডিস্ট্রিক্টস্	১
অননুমোদিত প্রকল্প	
১. ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রান্সফার অব সাসটেইনেবল সেরিকালচার টেকনোলজিস থ্রো আপগ্রেডিং দ্যা রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ক্যাপাবিলিটি অব বি.এস.আর.টি.আই.	১, ২, ৩
২. এক্সটেনশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব সেরিকালচার ইন পাবলিক এন্ড প্রাইভেট সেক্টর ইন বাংলাদেশ	২
৩. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম শিল্পের দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর	২, ৩

৫.৭ জাতীয় বস্ত্র নকশা প্রণয়ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র (নিট্রেড)

৫.৭.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** নভেম্বর, ২০০৯ হতে জানুয়ারি, ২০১০ পর্যন্ত সময়ে ৮টি কোর্স পরিচালিত হয়েছে এবং বিভিন্ন টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় ও ভোকেশনাল ডিপ্লোমা টেক্সটাইল ইন্স্টিটিউটের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বস্ত্র শিল্পের দক্ষ জনবলের চাহিদা মিটাতে এবং দেশের বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে স্নাতক ডিগ্রীধারীদের জন্য এক বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স ইন টেক্সটাইল পরিচালনা করা হচ্ছে। সরকারি বিভিন্ন সংস্থা এবং বিভিন্ন বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের বস্ত্র পণ্যের গুনগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষার কার্যক্রমও নিট্রেড এ পরিচালিত হচ্ছে।

৫.৭.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. বস্ত্র, রেশম ও পাটজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ ও মানোন্নয়নের জন্য গবেষণা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ	• দেশী-বিদেশী নামকরা কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ফ্যাশন ডিজাইনিং বিষয়ক যৌথ গবেষণা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম চালু করা	১
২. বস্ত্র ও রেশম খাতে দক্ষ জনবল তৈরি	• বস্ত্র শিল্পের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতি বছর তৈরিকৃত জনবলের সংখ্যা ৮০০ জনে উন্নীত করা • সার্টিফিকেট ইন টেক্সটাইল টেকনোলজি কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বছরে ২০০ জনে উন্নীত করা • বি.এসসি. ইন টেক্সটাইল টেকনোলজি কোর্স চালু করা	৪

৫.৭.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশিকা এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	জন	৪৬৩	৬৫০	৩৭৮	৩২৩	৭৫০	৮০০
২. সার্টিফিকেট কোর্স (এক বছর মেয়াদী)	জন	৭৭	১১০	৯২	৬০	২০০	২০০

৫.৭.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০৯-১০	সংশোধিত ২০০৯-১০	প্রাক্কলন ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ	
				২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	-	১,৫৬,৯৩	-	-	-
উন্নয়ন	-	-	-	-	-
মোট	-	১,৫৬,৯৩	-	-	-

৫.৭.৫ অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অনুমোদিত কর্মসূচি	
১. বস্ত্র শিল্পের চাহিদাভিত্তিক সংক্ষিত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা	২
২. বেকরাত্ব দুরীকরণের লক্ষ্যে এক বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স ইন টেক্সটাইল টেকনোলজী পরিচালনা করা	২

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
সম্ভাব্য প্রকল্প	
১. বি.এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালনা	২
২. জার্মানীর নেদারহাইন বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের লন্ডন কলেজ অব ফ্যাশন এর সাথে টেক্সটাইল বিষয়ক যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ	১